২০০৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই সংসদ নির্বাচন: প্রধান উপদেষ্টা

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই জনগণের প্রত্যাশিত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, শুধু আগামী নির্বাচন নয়, দীর্ঘ মেয়াদে সকল নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় এবং পেশী শক্তিসহ সকল প্রকার অনভিপ্রেত প্রভাবমুক্ত থাকে তার একটি টেকসই কাঠামো স্থাপন করতেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

গতকাল সন্ধ্যা ৭টায় বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাস পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এ কথাগুলো বলেন। তিনি তার ২৩ মিনিটের ভাষণে গত তিন মাসে বর্তমান সরকারের অর্জন ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয় তুলে ধরেন। ৬ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ ভাষণে, প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন, পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন, দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করা, পরিবহন খাতের চাঁদাবাজি বন্ধ ও দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও প্রক্রিয়ার সংস্কার কার্যক্রম যুগপৎভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে সংস্কার কাজে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে অযথা বিলম্ব না ঘটে। ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রণয়নে কত সময় লাগতে পারে, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তা উপস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, আমরা প্রয়োজনের চেয়ে এক দিনও বেশি ক্ষমতায় থাকবো না।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আমাদের সকলের। যে বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজণ্ম গর্ব করবে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যা নিয়ে তারা দেশে ও বিদেশে মাথা উঁচু করে চলবে, সুখে.শান্তিতে থাকবে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে অন্যায় ও অবিচারের কাছে তারা নতজানু হবে। তিনি বলেন, আপনারা সবাই জানেন, জাতীয় জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে আমরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমরা নিজের স্বার্থে নয়, দেশ ও জনগণের জন্য গভীর মমত্ববোধ থেকে এই দায়িত্ব নিয়েছি। আশা করি, গত তিন মাসে আমরা তার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছি। মহান আল্লাহতা'লার অশেষ রহমতে, আপনাদের সকলের আন্তরিক সমর্থন ও সানুগ্রহ সহযোগিতায় আমরা সংকট উত্তরণের পথে এগিয়ে চলেছি।

ভাষনটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত... সম্পাদক

প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে তার প্রদত্ত প্রথম ভাষণের উল্লেখ করে বলেন, আমি বলেছিলাম যে সত্যিকারের গণতন্ত্রে উত্তরণই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ.লক্ষ্যে যেসকল কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা যথাশিগগির সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা এখন খতিয়ে দেখতে চাই, এই তিন মাসে কী হয়েছে আমাদের অর্জন, কতটুকু হয়েছে আশা ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, কোন পথে আমরা এগুচ্ছি? একটি জাতির জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যার গুরুত্ব অপরিসীম। এখন এমনই একটি সময় ও সুযোগ এসেছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে চাই।

প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষণে তিন মাসের অর্জন সম্পর্কে বলেন, প্রথমেই আসে নির্বাচন কমিশনের কথা। আপনারা জানেন, পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এটাকে শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ ও একটি কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে কমিশনও বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করেছে। কমিশন ইতিমধ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২.এর সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুত করেছে এবং সেগুলো চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার অপেক্ষায় আছে। নির্বাচনে যাতে পুরোপুরি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকে এবং এই প্রক্রিয়া যাতে কোনও মহল কর্তৃক কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের মতামত ও পরামর্শ কমিশন বিবেচনা করছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যতামূলক নিবন্ধন নির্বাচনী সংস্কারের একটি প্রধান অংশ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হচ্ছে। নিবন্ধনের সম্পূরক হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর আয়.ব্যয়ের স্বচ্ছতা এবং দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা সম্পর্কে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে। সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হন সেজন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নির্বাচনী আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেও নির্বাচন কমিশনকে সক্ষম করে তোলা হবে।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ইতিমধ্যে ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও একই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে আইডি কার্ড তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এর পক্ষে ব্যাপক জনমত রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বক্তব্য রেখেছেন। দাগি আসামি, ঋণ.খেলাপি, অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী, সন্ত্রাসী এবং পেশীশক্তি ব্যবহারকারীরা যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হবে। প্রার্থীদের আয়.ব্যয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা হবে। নির্বাচনে জাতীয় নেতাদের ছবি ব্যবহার, যে কোনওপ্রকার সাম্প্রদায়িক বা উস্কানিমূলক বক্তব্য অথবা বিদ্বেষমূলক ও জাতীয় স্বার্থ হানিকর বা বিভেদমূলক প্রচারণাকে রুখতেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে দলীয় অঙ্গ.সংগঠন হিসেবে পেশাজীবী ও ছাত্র.শিক্ষক সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত হয়, তার জন্য প্রয়াস চালানো হবে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোরও সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও প্রক্রিয়ার সংস্কার কার্যক্রম যুগপৎভাবে বার্স্তবায়ন করা হবে, যাতে সংস্কারের কাজে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে অযথা বিলম্ব না ঘটে। ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রণয়নে কত সময় লাগতে পারে, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তা উপস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, আমরা প্রয়োজনের চে' একদিনও বেশি ক্ষমতায় থাকবো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই জনগণের প্রত্যাশিত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, শুধু আগামী নির্বাচন নয়, দীর্ঘমেয়াদে সকল নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় এবং অর্থ ও পেশীশক্তিসহ সকল প্রকার অনভিপ্রেত প্রভাবমুক্ত থাকে, তার একটি টেকসই কাঠামো স্থাপন করতেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ভাষনটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত... সম্পাদক

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতির করাল গ্রাস হতে জাতিকে মুক্ত করতেও আমরা সংকল্পবদ্ধ। ইতিমধ্যে পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতিসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধ দমনে জাতীয় সমন্বয় কমিটি এবং দেশব্যাপী টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স সমূহ কমিশনকে সহায়তার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। জরুরি বিধিমালায় আনা হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। আমাদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। আমরা চাই, যত দ্রুত সম্ভব দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধীকে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় বিচারের সম্মুখীন করতে। যাতে করে এদের কালো থাবা থেকে মুক্তি পায় সমাজ, দেশ ও দেশের মানুষ। এ ব্যাপারে সরকার জিরো.টলারেন্স দেখাবে।

দুর্নীতি.বিরোধী অভিযানে সর্বস্তরের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজণ্ম নিরাপদ থাকবে।

তিনি বলেন, বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নেও বর্তমান সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। সরকারের সূচনালগ্নেই বিচার ও নির্বাহি বিভাগ পৃথকীকরণের আইনি প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনিক পদায়ন ও নিয়োগে রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলীয় আনুগত্য বা প্রভাব যাতে কোনওভাবেই কার্যকর না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সরকারি কর্মকমিশনের কার্যক্রমও বিশদভাবে তলিয়ে দেখা হচ্ছে। পুনর্গঠনসহ সরকারি কর্মকমিশনের আমূল সংস্কারও আমাদের বিবেচনাধীন আছে। আমরা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল খাতে নাগরিক অধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছি। যাতে বাংলাদেশের মানুষ একদিন সগর্বে বলতে পারে, 'এ দেশে বিচারের বাণী নীরবে, নিভৃতে কাঁদে না।' সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত বিচারকদ্বয়ের বিধবা স্ত্রীদের কণ্ঠে আমরা এর অনুরণন শুনেছি, সেটা ছিল পরম স্বস্তির।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এজন্য বেশকিছু নীতি নির্ধারণী ও সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রপ্তানি আয়, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জনশক্তি প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসেই বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা একটি সর্বকালের রেকর্ড। সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। শেয়ার বাজারে অতীতের লেনদেনের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। বন্দরে কণ্টেইনার জট নিরসন, সেবার মান ও শ্রম.ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কাট.অফ টাইম এবং সমন্বিত টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। নিউ মুরিং কণ্টেইনার টার্মিনালকে আংশিক অপারেশনে আনা হয়েছে এবং সপ্তাহের সাত দিনই বন্দর চালু রাখা হচ্ছে।

পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়ীরা এখন অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ ও চাঁদাবাজি থেকে মুক্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি ব্যবসায়ী সমাজকে আশ্বস্ত করতে চাই, জরুরি অবস্থার কারণে কিংবা দুর্নীতি ও ভেজাল বিরোধী অভিযানে নির্দোষ কোনও ব্যবসায়ীকে যাতে অযথা হয়রানি করা না হয়, সে ব্যাপারে আইন.শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও শিল্প.উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় সভা করে সরকার সমস্যা সমাধানের যে প্রথা চালু করেছে, তা ইতিমধ্যেই সুফল দিতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বিডিআর ও আনসার কর্তৃক খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, ও এম এস কার্যক্রমে চাল বিক্রয়, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে আমদানিশুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। পণ্য সরবরাহ ও চলাচল নির্বিঘ্ন করতে এবং বাজার

স্বাভাবিক রাখতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার, ডিজেল ও বিদ্যুৎ.এর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে আগামী বোরো মৌসুমে ভালো ফলন আশা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ওয়াসার বকেয়া বিল আদায় পরিস্থিতিরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক সর্বোচ্চ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন খাতে গ্যাসের চাহিদা পূরণ হওয়ায় টঙ্গী ও রাউজানসহ ছ'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনরায় চালু করে প্রায় ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ সংকট লাঘবে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে দোকান মালিকরা সন্ধ্যা সাতটায় দোকান.পাট বন্ধ করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়তা করছেন। একই উদ্দেশ্যে শিল্প.উদ্যোক্তারাও এলাকাভিত্তিক সাপ্তাহিক ছুটি অনুসরণে সম্মত হয়েছেন। এই সাময়িক কষ্ট.স্বীকারের জন্য আমি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাই। তবে দীর্ঘদিনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার ফলে বিদ্যুৎখাতে যে পাহাড়সম সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা সমাধানে ধৈর্য ধারণ ছাড়া আপাততঃ আমাদের কোনও বিকল্প নেই।

প্রধান উপদেষ্টা ভোক্তাদের অধিকার ও নাগরিক সচেতনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, ভোক্তারা যদি নিজেদের সুসংহত করেন এবং নাগরিকরা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকেন, তবে তা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও প্রশাসণ যন্ত্রকে সঠিক পথে চালিত করতে সহায়ক হবে। শুধু নাগরিক ও ভোক্তাদের অধিকারই নয়, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও আমি সচেতন করতে চাই। একটি জরিপে দেখা গেছে যে প্রতিটি গৃহে এক তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ বা গ্যাস ব্যবহার অনায়াসে কমিয়ে আনা যায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি ব্যবহারে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের জন্য আমি ভোক্তা.সাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার প্রয়াস চালাচ্ছি। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সরকারী কর্মকর্তাদেরকে মাঠ.পর্যায়ে দিক.নির্দেশনা দিতে আমি ইতিমধ্যেই ঢাকার বাইরে পাঁচটি বিভাগীয় শহর সফর করেছি। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বয় বৃদ্ধিকল্পে নাগরিক সমাজ ও পেশাজীবীদের সাথেও মতবিনিময় করেছি। সেখানে তৃণমূল পর্যায়ের সরকারি কর্মকাণ্ডে যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধির উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করেছি।

তিনি বলেন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বেদখলকৃত সরকারি জমি উদ্ধার এবং নদ.নদী, খাল.বিলসহ প্রাকৃতিক প্রবাহে বাধাদানকারীদের প্রতিরোধে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এ.কাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য এসেছে। তবে গরিব, শ্রমজীবী বা ক্ষুদ্র.ব্যবসায়ীরা এই কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমরা চাই না। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের দুর্দশা লাঘবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আগে থানায় এজাহার জমা দিতে বা সেবা পেতে জনগণের অনেক ভোগান্তি হত। এখন সে চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। অনেক থানায় সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেখানে সেবাপ্রার্থী নাগরিকদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য থানায়ও পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। তাছাড়া কালক্ষেপণ না করে যাতে জনগণের অভাব.অভিযোগের সুরাহা করা হয় সেজন্যও সরকারি দফতরসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর্থিক খাতে সংস্কার এবং শিল্প খাতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রসারকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সুপারিশ ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগামী অর্থ.বছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। যোগাযোগ খাতে, বিশেষ করে রেল.যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রয়াসও অব্যাহত থাকবে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। দুর্ভাগ্যবশত অতীতে

এ দিকটা উপেক্ষিত হয়েছে। দেশে স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাই উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের অসম্পাদিত দায়িত্বের কথা আমি স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছিলাম। সমাজের অন্যান্য বঞ্চিত ও নিগৃহীত অংশের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের দুরবস্থা লাঘবে আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। আমি বিশেষ করে সকল প্রকার প্রতিবন্ধী, এসিড.দগ্ধ মা ও বোন এবং নিগৃহীত নারী সমাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের সমাজে এখনও অনেক নিরপরাধ নারীকে যৌতুকের বলি বা অবৈধ ফতোয়ার শিকার হতে হচ্ছে। আমরা এই দুঃসহ অবস্থার অবসান চাই। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয় স্তরের ফলপ্রসূ উদ্যোগ।

দেশের আর্থ.সামাজিক অঙ্গনে গতি সঞ্চারের সার্বিক প্রয়াসে আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র.বাহিনীর ইতিবাচক অবদান ও সহযোগিতার কথা আমি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাসংকুল স্থানে বাংলাদেশ সশস্ত্র.বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা ইতিবাচক অবদান রেখেছে। ইদানীং দেশে অভ্যন্তরীণ শান্তি.শৃংখলা বজায় রাখা, বেদখলকৃত জমি উদ্ধার ও দুর্নীতি.বিরোধী কর্মসূচিতে তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। সশস্ত্রবাহিনীর এই দেশপ্রেম ও কর্মনিষ্ঠার ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রধান উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলেন, প্রকৃত গণতন্ত্রের পথে দেশকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপের প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সার্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে শাসন.ব্যবস্থা পরিচালনায় আমাদের প্রয়াস সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘের দুর্নীতি দমন কনভেনশনে স্বাক্ষর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো বহু বছর ধরে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। এটা ছিল আমাদের জাতীয় মূল্যবোধকে একটি অপরিবর্তনীয় ও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াসের অংশ। সদ্য সমাপ্ত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০৮ সালকে সার্ক.এর সদস্য দেশগুলোর জন্য ‘সুশাসনের বর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা চাই, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে সুশাসনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আবির্ভূত হোক। এটা অবশ্যই সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি বলেন, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, জাতি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সংকল্পবদ্ধ। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্রের অধিকার সংরক্ষণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকার জন্য অধ্যাপক ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংক জাতির জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের নবীন ক্রিকেট দল বিশ্বকাপের সুপার এইটে উঠে চমক সৃষ্টি করেছে। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা অগ্রগতি দেখছি। আমাদের মেহনতি কৃষক অল্প জমিতে সোনালী ফসল ফলানোয় দেশ আজ খাদ্য.শস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের লাখ লাখ শ্রমিক দিনরাত ঘাম ঝরিয়ে দেশের গার্মেন্টস শিল্পকে এ.অঞ্চলের সবচে প্রতিযোগিতামূলক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদেশের সচেতন মা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের টিকাদান ও জণ্মনিরোধক কর্মসূচি আজ বিশ্বব্যাপী নন্দিত। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের গড়.আয়ু বেড়েছে, বালক.বালিকাদের স্কুল.ভর্তি হারে এসেছে সমতা। বিশ্ব.শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের দক্ষ ও সুশৃঙ্খল সৈনিকেরা সারা বিশ্বে আজ সবচে’ এগিয়ে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি সরকার.প্রধান হিসেবে অন্যায়.অবিচার দূরীকরণে সুদূরপ্রসারী ও সুকঠিন ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি এবং করবো না। আমরা আর দুর্বল দেশ হিসেবে পরিগণিত হতে রাজি

নই। আমাদের পেশীতে শক্তির উণ্মুখ হাওয়া। চিত্ত আমাদের সংকল্পবদ্ধ। লক্ষ্য আমাদের স্থির। অগ্রযাত্রার এই প্রয়াসে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের মতামতের বা রাজনৈতিক মতাদর্শের হয়তো পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে জাতীয় অঙ্গনে অনৈক্য, সংঘাতময় ও সহিংস বিরোধ কেন থাকবে? যে সব ভেদবুদ্ধিজনিত চিন্তা.ভাবনা এবং কার্যক্রম আমাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ধরে রাখতে চায়, সেগুলোকে আমাদের পরিহার করতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বা আদর্শিক জঙ্গিবাদ, অসহনশীলতা ও গোঁড়ামি।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা চাই জনগণের কষ্ট ও আর্থ.সামাজিক অঙ্গনের বাধা দূর করতে। আমরা চাই বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হতে জনগণের মুক্তি। আমরা চাই সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তিতে ভরা বাংলাদেশ। এটা সম্ভব করতে প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রম, প্রয়োজন দেশের জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমরা ইচ্ছা করলেই সেটা পারি। আসুন, মাতৃভূমির পবিত্র মাটি ছুঁয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই আমাদের সন্তানদের জন্য, দেশের জন্য। আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজের ঘর থেকে শুরু করি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজণ্মের চারণভূমি প্রিয় বাংলাদেশকে কাঁটামুক্ত করি। তাকে সুন্দর করে, নতুন করে সাজাই।

তিনি বলেন একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে অতীতের সকল ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আমরা সূচনা করতে চাই অপার সম্ভাবনাময় নতুন প্রভাতের। আসুন, বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে এ.ই হোক আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার। আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াসে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন। আল্লাহ হাফেজ।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আমাদের সকলের। যে বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজণ্ম গর্ব করবে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যা নিয়ে তারা দেশে ও বিদেশে মাথা উঁচু করে চলবে, সুখে.শান্তিতে থাকবে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে অন্যায় ও অবিচারের কাছে তারা নতজানু হবে। তিনি বলেন, আপনারা সবাই জানেন, জাতীয় জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে আমরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমরা নিজের স্বার্থে নয়, দেশ ও জনগণের জন্য গভীর মমত্ববোধ থেকে এই দায়িত্ব নিয়েছি। আশা করি, গত তিন মাসে আমরা তার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছি। মহান আল্লাহতা'লার অশেষ রহমতে, আপনাদের সকলের আন্তরিক সমর্থন ও সানুগ্রহ সহযোগিতায় আমরা সংকট উত্তরণের পথে এগিয়ে চলেছি।

প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে তার প্রদত্ত প্রথম ভাষণের উল্লেখ করে বলেন, আমি বলেছিলাম যে সত্যিকারের গণতন্ত্রে উত্তরণই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ.লক্ষ্যে যেসকল কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা যথাশিগগির সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা এখন খতিয়ে দেখতে চাই, এই তিন মাসে কী হয়েছে আমাদের অর্জন, কতটুকু হয়েছে আশা ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, কোন পথে আমরা এগুচ্ছি? একটি জাতির জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যার গুরুত্ব অপরিসীম। এখন এমনই একটি সময় ও সুযোগ এসেছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে চাই।

প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষণে তিন মাসের অর্জন সম্পর্কে বলেন, প্রথমেই আসে নির্বাচন কমিশনের কথা। আপনারা জানেন, পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এটাকে শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ ও একটি কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে কমিশনও বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করেছে। কমিশন ইতিমধ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২.এর সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুত করেছে এবং সেগুলো চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার

অপেক্ষায় আছে। নির্বাচনে যাতে পুরোপুরি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকে এবং এই প্রক্রিয়া যাতে কোনও মহল কর্তৃক কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের মতামত ও পরামর্শ কমিশন বিবেচনা করছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যতামূলক নিবন্ধন নির্বাচনী সংস্কারের একটি প্রধান অংশ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হচ্ছে। নিবন্ধনের সম্পূরক হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর আয়.ব্যয়ের স্বচ্ছতা এবং দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা সম্পর্কে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে। সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হন সেজন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নির্বাচনী আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেও নির্বাচন কমিশনকে সক্ষম করে তোলা হবে।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ইতিমধ্যে ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও একই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে আইডি কার্ড তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এর পক্ষে ব্যাপক জনমত রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বক্তব্য রেখেছেন। দাগি আসামি, ঋণ.খেলাপি, অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী, সন্ত্রাসী এবং পেশীশক্তি ব্যবহারকারীরা যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হবে। প্রার্থীদের আয়.ব্যয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা হবে। নির্বাচনে জাতীয় নেতাদের ছবি ব্যবহার, যে কোনওপ্রকার সাম্প্রদায়িক বা উস্কানিমূলক বক্তব্য অথবা বিদ্বেষমূলক ও জাতীয় স্বার্থ হানিকর বা বিভেদমূলক প্রচারণাকে রুখতেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে দলীয় অঙ্গ.সংগঠন হিসেবে পেশাজীবী ও ছাত্র.শিক্ষক সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত হয়, তার জন্য প্রয়াস চালানো হবে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোরও সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও প্রক্রিয়ার সংস্কার কার্যক্রম যুগপৎভাবে বার্স্তবায়ন করা হবে, যাতে সংস্কারের কাজে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে অযথা বিলম্ব না ঘটে। ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রণয়নে কত সময় লাগতে পারে, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তা উপস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, আমরা প্রয়োজনের চে' একদিনও বেশি ক্ষমতায় থাকবো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই জনগণের প্রত্যাশিত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, শুধু আগামী নির্বাচন নয়, দীর্ঘমেয়াদে সকল নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় এবং অর্থ ও পেশীশক্তিসহ সকল প্রকার অনভিপ্রেত প্রভাবমুক্ত থাকে, তার একটি টেকসই কাঠামো স্থাপন করতেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতির করাল গ্রাস হতে জাতিকে মুক্ত করতেও আমরা সংকল্পবদ্ধ। ইতিমধ্যে পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতিসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধ দমনে জাতীয় সমন্বয় কমিটি এবং দেশব্যাপী টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স সমূহ কমিশনকে সহায়তার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। জরুরি বিধিমালায় আনা হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। আমাদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। আমরা চাই, যত দ্রুত সম্ভব দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধীকে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় বিচারের সম্মুখীন করতে। যাতে করে এদের কালো থাবা থেকে মুক্তি পায় সমাজ, দেশ ও দেশের মানুষ। এ ব্যাপারে সরকার জিরো.টলারেন্স দেখাবে।

দুর্নীতি.বিরোধী অভিযানে সর্বস্তরের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিরাপদ থাকবে।

ভাষনটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত... সম্পাদক

তিনি বলেন, বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নেও বর্তমান সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। সরকারের সূচনালগ্নেই বিচার ও নির্বাহি বিভাগ পৃথকীকরণের আইনি প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনিক পদায়ন ও নিয়োগে রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলীয় আনুগত্য বা প্রভাব যাতে কোনওভাবেই কার্যকর না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সরকারি কর্মকমিশনের কার্যক্রমও বিশদভাবে তলিয়ে দেখা হচ্ছে। পুনর্গঠনসহ সরকারি কর্মকমিশনের আমূল সংস্কারও আমাদের বিবেচনাধীন আছে। আমরা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল খাতে নাগরিক অধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছি। যাতে বাংলাদেশের মানুষ একদিন সগর্বে বলতে পারে, 'এ দেশে বিচারের বাণী নীরবে, নিভৃতে কাঁদে না।' সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত বিচারকদ্বয়ের বিধবা স্ত্রীদের কণ্ঠে আমরা এর অনুরণন শুনেছি, সেটা ছিল পরম স্বস্তির।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এজন্য বেশকিছু নীতি নির্ধারণী ও সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রপ্তানি আয়, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জনশক্তি প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসেই বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা একটি সর্বকালের রেকর্ড। সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। শেয়ার বাজারে অতীতের লেনদেনের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। বন্দরে কন্টেইনার জট নিরসন, সেবার মান ও শ্রম.ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কাট.অফ টাইম এবং সমন্বিত টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনালকে আংশিক অপারেশনে আনা হয়েছে এবং সপ্তাহের সাত দিনই বন্দর চালু রাখা হচ্ছে।

পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়ীরা এখন অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ ও চাঁদাবাজি থেকে মুক্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি ব্যবসায়ী সমাজকে আশ্বস্ত করতে চাই, জরুরি অবস্থার কারণে কিংবা দুর্নীতি ও ভেজাল বিরোধী অভিযানে নির্দোষ কোনও ব্যবসায়ীকে যাতে অযথা হয়রানি করা না হয়, সে ব্যাপারে আইন.শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও শিল্প.উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় সভা করে সরকার সমস্যা সমাধানের যে প্রথা চালু করেছে, তা ইতিমধ্যেই সুফল দিতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বিডিআর ও আনসার কর্তৃক খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, ও এম এস কার্যক্রমে চাল বিক্রয়, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে আমদানিশুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। পণ্য সরবরাহ ও চলাচল নির্বিঘ্ন করতে এবং বাজার স্বাভাবিক রাখতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার, ডিজেল ও বিদ্যুৎ.এর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে আগামী বোরো মৌসুমে ভালো ফলন আশা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ওয়াসার বকেয়া বিল আদায় পরিস্থিতিরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক সর্বোচ্চ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন খাতে গ্যাসের চাহিদা পূরণ হওয়ায় টঙ্গী ও রাউজানসহ ছ'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনরায় চালু করে প্রায় ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ সংকট লাঘবে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে দোকান মালিকরা সন্ধ্যা সাতটায় দোকান.পাট বন্ধ করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়তা করছেন। একই উদ্দেশ্যে শিল্প.উদ্যোক্তারাও এলাকাভিত্তিক সাপ্তাহিক ছুটি অনুসরণে সম্মত হয়েছেন। এই সাময়িক কষ্ট.স্বীকারের জন্য আমি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাই। তবে দীর্ঘদিনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার ফলে বিদ্যুৎখাতে যে পাহাড়সম সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা সমাধানে ধৈর্য ধারণ ছাড়া আপাততঃ আমাদের কোনও বিকল্প নেই।

ভাষনটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত... সম্পাদক

প্রধান উপদেষ্টা ভোক্তাদের অধিকার ও নাগরিক সচেতনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, ভোক্তারা যদি নিজেদের সুসংহত করেন এবং নাগরিকরা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকেন, তবে তা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও প্রশাসণ যন্ত্রকে সঠিক পথে চালিত করতে সহায়ক হবে। শুধু নাগরিক ও ভোক্তাদের অধিকারই নয়, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও আমি সচেতন করতে চাই। একটি জরিপে দেখা গেছে যে প্রতিটি গৃহে এক তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ বা গ্যাস ব্যবহার অনায়াসে কমিয়ে আনা যায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি ব্যবহারে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের জন্য আমি ভোক্তা.সাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার প্রয়াস চালাচ্ছি। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সরকারী কর্মকর্তাদেরকে মাঠ.পর্যায়ে দিক.নির্দেশনা দিতে আমি ইতিমধ্যেই ঢাকার বাইরে পাঁচটি বিভাগীয় শহর সফর করেছি। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বয় বৃদ্ধিকল্পে নাগরিক সমাজ ও পেশাজীবীদের সাথেও মতবিনিময় করেছি। সেখানে তৃণমূল পর্যায়ের সরকারি কর্মকাণ্ডে যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধির উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করেছি।

তিনি বলেন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বেদখলকৃত সরকারি জমি উদ্ধার এবং নদ.নদী, খাল.বিলসহ প্রাকৃতিক প্রবাহে বাধাদানকারীদের প্রতিরোধে জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এ.কাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য এসেছে। তবে গরিব, শ্রমজীবী বা ক্ষুদ্র.ব্যবসায়ীরা এই কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমরা চাই না। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের দুর্দশা লাঘবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আগে থানায় এজাহার জমা দিতে বা সেবা পেতে জনগণের অনেক ভোগান্তি হত। এখন সে চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। অনেক থানায় সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেখানে সেবাপ্রার্থী নাগরিকদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য থানায়ও পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। তাছাড়া কালক্ষেপণ না করে যাতে জনগণের অভাব.অভিযোগের সুরাহা করা হয় সেজন্যও সরকারি দফতরসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর্থিক খাতে সংস্কার এবং শিল্প খাতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রসারকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সুপারিশ ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগামী অর্থ.বছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। যোগাযোগ খাতে, বিশেষ করে রেল.যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রয়াসও অব্যাহত থাকবে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। দুর্ভাগ্যবশত অতীতে এ দিকটা উপেক্ষিত হয়েছে। দেশে স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাই উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের অসম্পাদিত দায়িত্বের কথা আমি স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছিলাম। সমাজের অন্যান্য বঞ্চিত ও নিগৃহীত অংশের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের দুরবস্থা লাঘবে আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। আমি বিশেষ করে সকল প্রকার প্রতিবন্ধী, এসিড.দগ্ধ মা ও বোন এবং নিগৃহীত নারী সমাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের সমাজে এখনও অনেক নিরপরাধ নারীকে যৌতুকের বলি বা অবৈধ ফতোয়ার শিকার হতে হচ্ছে। আমরা এই দুঃসহ অবস্থার অবসান চাই। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয় স্তরের ফলপ্রসূ উদ্যোগ।

দেশের আর্থ.সামাজিক অঙ্গনে গতি সঞ্চারের সার্বিক প্রয়াসে আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র.বাহিনীর ইতিবাচক অবদান ও সহযোগিতার কথা আমি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাসংকুল স্থানে বাংলাদেশ সশস্ত্র.বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল

ভূমিকা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা ইতিবাচক অবদান রেখেছে। ইদানীং দেশে অভ্যন্তরীণ শান্তি.শৃংখলা বজায় রাখা, বেদখলকৃত জমি উদ্ধার ও দুর্নীতি.বিরোধী কর্মসূচিতে তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। সশস্ত্রবাহিনীর এই দেশপ্রেম ও কর্মনিষ্ঠার ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রধান উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলেন, প্রকৃত গণতন্ত্রের পথে দেশকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপের প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সার্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে শাসন.ব্যবস্থা পরিচালনায় আমাদের প্রয়াস সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘের দুর্নীতি দমন কনভেনশনে স্বাক্ষর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো বহু বছর ধরে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। এটা ছিল আমাদের জাতীয় মূল্যবোধকে একটি অপরিবর্তনীয় ও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াসের অংশ। সদ্য সমাপ্ত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০৮ সালকে সার্ক.এর সদস্য দেশগুলোর জন্য ‘সুশাসনের বর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা চাই, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে সুশাসনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আবির্ভূত হোক। এটা অবশ্যই সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি বলেন, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, জাতি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সংকল্পবদ্ধ। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্রের অধিকার সংরক্ষণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকার জন্য অধ্যাপক ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংক জাতির জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের নবীন ক্রিকেট দল বিশ্বকাপের সুপার এইটে উঠে চমক সৃষ্টি করেছে। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা অগ্রগতি দেখছি। আমাদের মেহনতি কৃষক অল্প জমিতে সোনালী ফসল ফলানোয় দেশ আজ খাদ্য.শস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের লাখ লাখ শ্রমিক দিনরাত ঘাম ঝরিয়ে দেশের গার্মেন্টস শিল্পকে এ.অঞ্চলের সবচে প্রতিযোগিতামূলক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদেশের সচেতন মা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের টিকাদান ও জণ্মনিরোধক কর্মসূচি আজ বিশ্বব্যাপী নন্দিত। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের গড়.আয়ু বেড়েছে, বালক.বালিকাদের স্কুল.ভর্তি হারে এসেছে সমতা। বিশ্ব.শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের দক্ষ ও সুশৃঙ্খল সৈনিকেরা সারা বিশ্বে আজ সবচে’ এগিয়ে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি সরকার.প্রধান হিসেবে অন্যায়.অবিচার দূরীকরণে সুদূরপ্রসারী ও সুকঠিন ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি এবং করবো না। আমরা আর দুর্বল দেশ হিসেবে পরিগণিত হতে রাজি নই। আমাদের পেশীতে শক্তির উণ্মুখ হাওয়া। চিত্ত আমাদের সংকল্পবদ্ধ। লক্ষ্য আমাদের স্থির। অগ্রযাত্রার এই প্রয়াসে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের মতামতের বা রাজনৈতিক মতাদর্শের হয়তো পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে জাতীয় অঙ্গনে অনৈক্য, সংঘাতময় ও সহিংস বিরোধ কেন থাকবে? যে সব ভেদবুদ্ধিজনিত চিন্তা.ভাবনা এবং কার্যক্রম আমাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ধরে রাখতে চায়, সেগুলোকে আমাদের পরিহার করতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বা আদর্শিক জঙ্গিবাদ, অসহনশীলতা ও গোঁড়ামি।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা চাই জনগণের কষ্ট ও আর্থ.সামাজিক অঙ্গনের বাধা দূর করতে। আমরা চাই বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হতে জনগণের মুক্তি। আমরা চাই সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তিতে ভরা বাংলাদেশ। এটা সম্ভব করতে প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রম, প্রয়োজন দেশের জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমরা ইচ্ছা করলেই সেটা পারি। আসুন, মাতৃভূমির পবিত্র মাটি ছুঁয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই আমাদের সন্তানদের জন্য, দেশের জন্য। আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজের ঘর থেকে শুরু করি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজণ্মের চারণভূমি প্রিয় বাংলাদেশকে কাঁটামুক্ত করি। তাকে সুন্দর করে, নতুন করে সাজাই।

ভাষনটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত... সম্পাদক

তিনি বলেন একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে অতীতের সকল ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আমরা সূচনা করতে চাই অপার সম্ভাবনাময় নতুন প্রভাতের। আসুন, বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে এ.ই হোক আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার। আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াসে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন। আল্লাহ হাফেজ।

ভাষনটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত... সম্পাদক